

সন্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

Applied for e-ISSN vide application no. 76157, Dated 22/08/2026, UDYAM-WB-011-0097957

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ মাস, একাদশ সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, আশ্বিন ২৫, ইংরেজি ২০২৬, অক্টোবর ১৩



সেনার জন্য শুরু হলো ভারত রাইস প্রকল্প

নয়াদিল্লি: সেনাবাহিনীর জন্য উন্নতমানের চাল সরবরাহের উদ্দেশ্যে ‘ভারত রাইস’ কর্মসূচি চালু করল ভারতীয় সেনা। সোমবার নয়াদিল্লিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং কেন্দ্রীয় উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবণ্টনমন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশীর উপস্থিতিতে এই উদ্যোগের সূচনা হয়। একই অনুষ্ঠানে জরুরি ও সামরিক পরিস্থিতিতে খাদ্যসশস্য সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ এবং পণ্য ওঠানো-নামানোর পরিকাঠামো ব্যবহারের জন্য ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (এফসিআই)-র সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করে সেনাবাহিনী। এর ফলে লাদাখ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রত্যন্ত সেনা সরবরাহ কেন্দ্রগুলিতেও সরাসরি চাল পৌঁছে দেওয়া হবে।

রাজনাথ সিং বলেন, ‘ভারত রাইস’ কৃষকের পরিশ্রম ও সেনার শক্তির মধ্যে একটি আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলবে। ‘জয় জওয়ান, জয় কিষান’ ভাবনার বাস্তব প্রতিফলন এই উদ্যোগ। নির্ধারিত মান বজায় রেখে চাল সরবরাহ করা হবে এবং পরিবহণের সুবিধার কথা মাথায় রেখে প্যাকেজিংয়ের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। দুর্গম এলাকায় সেনাদের জন্য রসদ বহনের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের এতে কাজের চাপ কমবে বলে জানান তিনি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, সেনার প্রস্তুতি কেবল অস্ত্রশস্ত্রের উপর নির্ভর করে না। জওয়ানদের শারীরিক সুস্থতা, মানসিক ভারসাম্য, মনোবল ও কর্মক্ষমতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কঠিন আবহাওয়া ও প্রতিকূল

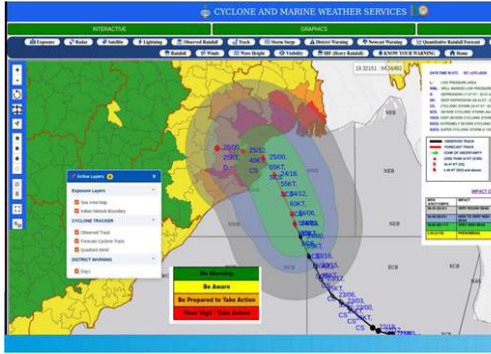
পরিবেশে দায়িত্ব পালনকারী সেনাদের জন্য পুষ্টিকর খাবার, উন্নত সরঞ্জাম এবং যথাযথ প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা জাতীয় নিরাপত্তারই আংশ। আধুনিক যুদ্ধে রসদ সরবরাহ ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরে রাজনাথ সিং বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ও প্রযুক্তির পাশাপাশি গুদাম, পরিবহণ ব্যবস্থা, মজুত ক্ষমতা এবং প্রয়োজনের সময়ে দ্রুত রসদ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতাও সামরিক শক্তির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে তিনি জানান, ভবিষ্যতের সংঘাতে সতর্কবার্তা পাওয়ার সময় অত্যন্ত কম হতে পারে। তাই আকস্মিক পরিস্থিতি এবং দীর্ঘস্থায়ী সামরিক অভিযানের প্রয়োজন মেটাতে সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও স্থিতিস্থাপক করে তোলা জরুরি। এফসিআইয়ের দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা গুদাম, আধুনিক সংরক্ষণ পরিকাঠামো, পণ্য ওঠানো-নামানোর যন্ত্রপাতি এবং প্রশিক্ষিত কর্মীদের কাজে লাগানোই সমঝোতাপত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে জরুরি পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী প্রয়োজন অনুযায়ী চিহ্নিত গুদাম ও সংশ্লিষ্ট পরিষেবা ব্যবহার করতে পারবে। পাঁচ বছরের জন্য এই সমঝোতা কার্যকর থাকবে, পারস্পরিক সম্মতিতে মেয়াদ বাড়ানো যাবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, সেনাবাহিনীর সরবরাহ ও পরিবহণ বিভাগের সংশ্লিষ্ট ইউনিট এবং এফসিআইয়ের

দ্বিতীয় পাতায়

সাইক্লোন সতর্কতা

নয়াদিল্লি: ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস আরও সহজে ব্যবহার এবং বিপর্যয় মোকাবিলায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে নতুন ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করল ভারতের আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। সোমবার ‘সাইক্লোন ওয়ানিং অ্যান্ড মেরিন ওয়েদার সার্ভিসেস ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম’ নামে এই ওয়েবভিত্তিক ব্যবস্থা দেশবাসীর জন্য উৎসর্গ করা হয়। এর মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়ের

নতুন প্ল্যাটফর্মে ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য গতিপথ ও তীব্রতার পাশাপাশি বাতাসের বিস্তার, বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস, নদী অববাহিকায় সম্ভাব্য বৃষ্টির প্রভাব এবং জলোচ্ছ্বাসের সতর্কবার্তা মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসকে বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করাই এই ব্যবস্থার লক্ষ্য। এর ফলে বিপর্যয় মোকাবিলার পরিকল্পনা, প্রশাসনিক প্রস্তুতি



এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে বলে আশা করছে আবহাওয়া দফতর। প্ল্যাটফর্মটি সাধারণ মানুষের জন্য আবহাওয়া দফতরের ওয়েবসাইট এবং আঞ্চলিক বিশেষায়িত আবহাওয়া কেন্দ্রের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। বৈঠকে আসন্ন ঘূর্ণিঝড়ের মরশুমের প্রস্তুতি পর্যালোচনার পাশাপাশি আগের বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলির

বাস্তবায়ন নিয়েও আলোচনা হয়। ২০০৮ সাল থেকে বছরে দু’বার এই প্রাক-ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি বৈঠকের আয়োজন করে আসছে আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, সতর্কবার্তা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় আরও কার্যকর করাই এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য।

ভারতের ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ তুলে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে,

২০১৩ সালের অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় ফাইলিন এবং ২০১৪ সালের অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় হুদহুদের পূর্বাভাস দেশের আগাম সতর্কতা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, দুই ঘূর্ণিঝড়ই যথাক্রমে ২০১৩ ও ২০১৪ সালের ১২ অক্টোবর উপকূলে আছড়ে পড়েছিল। এই অভিজ্ঞতা বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতি এবং আগাম সতর্কবার্তার গুরুত্ব

তুলে ধরে। এ বারের বৈঠকে দেশের ৩০টিরও বেশি সংস্থার প্রায় ২৩০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ১৮০ জন অনলাইনে এবং ৫০ জন সরাসরি উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, ভারতীয় নৌবাহিনী, বায়ুসেনা, উপকূলরক্ষী বাহিনী, কেন্দ্রীয় জল কমিশন এবং

দ্বিতীয় পাতায়

ভিক্ষাবৃত্তি রোধে পদক্ষেপ

২০৩১-এর মধ্যে ১০০টি শহরের লক্ষ্যমাত্রা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি: ২০৩১ সালের মধ্যে দেশের ১০০টি শহরকে ভিক্ষাবৃত্তিমুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই লক্ষ্যে ভিক্ষাবৃত্তিতে যুক্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন, দক্ষতা উন্নয়ন, জীবিকার সুযোগ তৈরি এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে আগামী ১৪ অক্টোবর নয়াদিল্লির ড. আশ্বদেবকর আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে ‘ভিক্ষাবৃত্তিমুক্ত ভারত—ভিক্ষাবৃত্তিমুক্ত দিল্লির পথে’ শীর্ষক কর্মসূচির আয়োজন করছে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক এবং দিল্লি সরকারের সমাজকল্যাণ দফতর। কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী বীরেন্দ্র কুমার। বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। উপস্থিত থাকার কথা মন্ত্রকের সচিব সুধাংশু পন্তেরও। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের

পুনর্বাসন সংক্রান্ত সহায়তা পেয়েছেন। প্রকল্পের আওতায় ভিক্ষাবৃত্তিতে যুক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ ও তাঁদের পরিস্থিতির মূল্যায়ন, উদ্ধার ও যোগাযোগ, কাউন্সেলিং, আশ্রয়, প্রয়োজনীয় পরিষেবা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং জীবিকার সুযোগ তৈরির ব্যবস্থা রয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে তাঁদের সরকারি সুযোগ-সুবিধার আওতায়

আদর্শ নির্দেশিকাও তৈরি করেছে মন্ত্রক। পাশাপাশি, শহরগুলির অগ্রগতি পরিমাপের জন্য নির্দিষ্ট সূচক-সহ ‘ভিক্ষাবৃত্তিমুক্ত শহর’ কাঠামো চালু করা হয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে শহরগুলিকে উৎসাহিত করতে কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে প্রণোদনার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। দিল্লি প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষামূলক বাস্তবায়নের জন্য ২০২১-২২ অর্থবর্ষে

নির্বাচিত সাতটি শহরের মধ্যে ছিল। বর্তমানে দিল্লির ১৪টি জেলা ও শহরেই প্রকল্পটি চালু রয়েছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রক। ১৪ অক্টোবরের অনুষ্ঠানে প্রকল্পের আওতায় চিহ্নিত ও সহায়তাপ্রাপ্ত একাধিক সু বি ধা প্রা প ক কে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। তাঁদের স্বনির্ভরতা ও স্থায়ী জীবিকার পথে এগিয়ে যেতে দক্ষতা উন্নয়ন এবং পুনর্বাসন-সহায়ক সামগ্রীও দেওয়া হবে।

২০২৬-৩১ অর্থবর্ষের জন্য প্রকল্পের আওতায় ১০০টি

শহরকে ভিক্ষাবৃত্তিমুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্য পূরণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, পুরসভা, জেলা প্রশাসন, স্বচ্ছসেবী সংগঠন এবং স্থানীয় মানুষের সমন্বিত উদ্যোগের উপর জোর দিচ্ছে মন্ত্রক। ডিজিটাল নজরদারি, নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক এবং বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্রগতি পরিমাপ করার পরিকল্পনা রয়েছে। দিল্লির কর্মসূচিতে পুনর্বাসন পরিষেবা সম্প্রসারণ, সামাজিক সুরক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি এবং স্থায়ী জীবিকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে ‘ভিক্ষাবৃত্তিমুক্ত দিল্লি’ গঠনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।

আনার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রকের বক্তব্য, পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষা, স্বনির্ভরতা এবং দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংহতিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রকল্পের কাজ আরও কার্যকর করতে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তিতে যুক্ত ব্যক্তিদের সমীক্ষা ও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য মোবাইল অ্যাপ চালু হয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে তৈরি হয়েছে ডিজিটাল পোর্টাল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভিক্ষুকদের আবাসগুলিকে মর্যাদাপূর্ণ পুনর্বাসন ও পরিচর্যা কেন্দ্রে রূপান্তরের জন্য



বিমসটেক-এর প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক

নয়াদিল্লি: সন্ত্রাসবাদ, আন্তঃদেশীয় সংগঠিত অপরাধ, মাদক পাচার, উগ্রপন্থা, মানব পাচার এবং সাইবার হুমকি মোকাবিলায় আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়াতে মঙ্গলবার, ১৩ অক্টোবর, নয়াদিল্লিতে প্রথম বিমসটেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের আয়োজন করছে ভারত। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন। বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের সাতটি দেশের মধ্যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় এবং আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সমন্বয় জোরদার করাই এই বৈঠকের অন্যতম লক্ষ্য।

সো ম জ বা র স মা জ মা ধ্য ম ‘এক্স’-এ একটি পোস্টে অমিত শাহ বৈঠকের কথা ঘোষণা করেন। তিনি সদস্য দেশগুলির স্ব রা ষ্ট্র ম ন্ত্রী ও প্রতিনিধিদলগুলিকে ভারতে স্বাগত জানিয়ে বলেন, অভিন্ন নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এই বৈঠক সদস্য দেশগুলির যৌথ অঙ্গীকারের প্রতিফলন। কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে বিমসটেক অঞ্চলে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য রয়েছে বলে জানান তিনি। বৈঠকে সন্ত্রাসবাদ ও আন্তঃদেশীয় সংগঠিত অপরাধের পাশাপাশি মাদক পাচার, উগ্রপন্থায় দীক্ষিত করার কার্যকলাপ, মানব পাচার, অবৈধ আর্থিক লেনদেন এবং সাইবার অপরাধের মতো বিষয়গুলি গুরুত্ব পাবে। এই ধরনের অপরাধ একাধিক দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে পরিচালিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। বিমসটেকের মধ্যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত আলোচনা সেই সহযোগিতাকে আরও সুসংহত করার সুযোগ তৈরি করবে।

১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বিমসটেকের পূর্ণ নাম বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি-

সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকনমিক কো-অপারেশন। বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এই আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে ওঠে। এর সাত সদস্য দেশ হল ভারত, বাংলাদেশ, ভুটান, মায়ানমার, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং থাইল্যান্ড। দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে বিমসটেক গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মঞ্চ হিসেবে কাজ করে। বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, উন্নয়ন এবং নিরাপত্তার মতো অভিন্ন বিষয়ে সদস্য দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানো এই সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের মাধ্যমে আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমন্বয়কে আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

বিমসটেকের সদস্য দেশগুলির মধ্যে সন্ত্রাসবাদ, মাদক পাচার ও আন্তঃদেশীয় অপরাধ মোকাবিলায় সহযোগিতার আলোচনা দীর্ঘদিনের। ২০০৫ সাল থেকেই এ বিষয়ে যৌথ কর্মীগোষ্ঠী কাজ করছে। পরবর্তী সময়ে মাদক পাচারের রুট, মেথামফেটামিনের অবৈধ ব্যবসা, সমুদ্রপথে পাচার, গোয়েন্দা তথ্য আদানপ্রদান এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন রোধের মতো বিষয় আলোচনায় এসেছে। ২০২১ সালে মাদক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিমসটেক কনভেনশন কার্যকর হয়। ২০২৩ সালে নিরাপত্তা সহযোগিতা এবং ২০২৫ সালে মাদক নিয়ন্ত্রণ ও উগ্রপন্থা মোকাবিলায় সমন্বয়ের বিষয়েও আলোচনা হয়। ফলে আসন্ন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠককে আগের উদ্যোগগুলির ধারাবাহিকতায় আঞ্চলিক নিরাপত্তা সহযোগিতা আরও জোরদার করার পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে বাংলাদেশের অভিমুখ এই সম্মেলনকে ঘিরে কোনদিকে মোড় নেবে, তার অপেক্ষায় বিশ্লেষকরা।





সম্পাদকীয়

রাজনীতির এক অমোঘ বিধান- চিরদিন কাহারও সমানও নাহি যায়। রাহুল গান্ধী বোধহয় বুঝতে পেরেছেন সেই কথা। এমনিতেই ঘরে ও বাইরে ভারতবর্ষের শত্রুর অভাব নেই; কোনকালেই। কৌটিল্য নীতিকে আত্মস্থ করে, বড় রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে প্রথমে ছোট ছোট আঞ্চলিক দলগুলিকে একত্রীকরণ। তারপর জেন-জি সম্প্রদায়কে নিয়ে টানাটানি। এইসবের পরে রাহুল এখন পড়েছেন, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিষোদগারে। অবশ্য এই বিষোদগারের একটি স্বভাবসিদ্ধ চরম রয়েছে।

মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তদের কাছে রাষ্ট্রের পরিচয় শোষণ হিসেবেই। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই এই মতবাদের পুষ্টি ও তুষ্টি করে গিয়েছে। ঠিক যেভাবে ব্রিটিশ সময়কালে সংবাদপত্রের অভিমুখ ছিলো, ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতায়, তেমনিই বর্তমানেও সেই অভিমুখ তাক করে রয়েছে রাষ্ট্রের দিকেই। ফলে রাষ্ট্র যাই করবে, তাই সমালোচনাযোগ্য। রাষ্ট্র যাই বলবে, তাই বিরোধিতার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। তবে এও ঠিক ততক্ষণ, যতক্ষণ ক্যারোট এন্ড স্টিকস-এর ব্যবস্থা রাষ্ট্র না করছে। ক্যারোট এন্ড স্টিকস-এর যথাযথ ব্যবস্থা একটু কড়াভেজের হলেই, বীরপুঙ্খ সংবাদপত্র স্তুতিতে ভরিয়ে ফেলবে পাতারপর পাতা।

গান্ধী পরিবার ক্ষমতাসীন থাকাকালীন সেই সুযোগ উঠিয়েছে পুরোদমে। মনমোহনের নাম তো হয়েই গিয়েছিল মৌনমোহন। ঊঁকে চাবি দিয়ে চালাতেন স্বয়ং কংগ্রেস সভানেত্রী-এমনটাই নিন্দুকে বলে থাকেন। নইলে ২০০৮ সালে ন্যাক্সারজনক মুম্বই হামলার পরে

কোনও কংগ্রেস নেতা কীভাবে হিন্দু টেরর-এর গল্প ফেঁদে পার পেয়ে যেতে পারেন? ঠিক সেই একই ধরনের সাইকোলজিক্যাল অপারেশন শুরু হয়েছে দেশজুড়ে- রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে। সাংবিধানিক ব্যবস্থায় যদি সরকার তৈরি করে ক্ষমতায় না আশা যায়, তবে সরকারকে রাস্তায় এনে ফেলে, জনরোষ আখ্যা দিয়ে সরকারের পতন নিশ্চিত করতে হবে। এমনটাই ভেবে হয়তো রাহুল শুরু করেছিলেন, তাঁর যাত্রা। কিন্তু সমস্যা তৈরি হয়েছে অন্যত্র।

ঠিক অনেকটা সাকাসের মতো। অসংখ্য ক্লাউনের ভিড়ে মাঝেমধ্যেই চাপা পড়ে যাচ্ছে মাস্টার ক্লাউনের পারফরমেন্স। কিন্তু দর্শক পয়সা খরচ করে টিকিট কেটে সাকাস দেখতে এসেছে। দর্শকই যেখানে আয়ব্যয়ের মূল উৎস, সেখানে মাস্টার ক্লাউন কীভাবেই বা নিজেকে লুকিয়ে রাখবেন। আখির পাপি পেট কা সওয়াল জো হ্যায়। ফলে বুজুর্গ ক্লাউন হোক, বা মহিলা ক্লাউন, কাউকে ফতুয়া খামচে ধরে টেনে, কাউকে কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে, মাস্টার ক্লাউন বারেবারে ফিরে আসছেন ক্যামেরার সামনে। সুবিধেবাদের ধান্দা ও মতাদর্শগত রাজনীতির মধ্যে কয়েকশো যোজনের ফারাক রয়েছে। রাহুল নিজেও সেই ফারাক সম্পর্কে অবহিত। ইলেকশন কমিশন হোক বা চিফ জাস্টিস- দুই সাংবিধানিক পদের মধ্যে লড়াইয়ের পরিবেশ তৈরি করে দিয়ে সাংবিধানিক কাঠামোয় যে দ্বন্দ্ব তৈরি করছে গান্ধী পরিবার; তার মাশুল গোনার জন্য ওই পরিবারকেই প্রস্তুত থাকতে হবে। কিন্তু সেই মাশুল গোনার জন্য যে গুণাগার দিতে হবে, সেটা সাধারণের জীবনের ওপর দিয়েই যাবে।

ইন্দো-ব্রিট বাণিজ্য চুক্তি ব্যবহারে যৌথ উদ্যোগ

নয়াদিল্লি: ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির বাস্তবায়ন এবং ব্যবসায়ীদের সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়ে একমত হল দুই দেশ। সোমবার নয়াদিল্লিতে ভারত-ব্রিটেন যৌথ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য কমিটির (জেটকো) ১৬তম বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল এবং ব্রিটেনের ব্যবসা, উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী জোনাথন রেনল্ডস বৈঠকে অংশ নেন। দুই দেশের মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি (সিইটিএ) নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ার পর এটিই প্রথম জেটকো বৈঠক। যৌথ বিবৃতিতে দুই দেশের মন্ত্রীরা জানান, সিইটিএ দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করেছে। এই চুক্তির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যে যে সুযোগ তৈরি হয়েছে, তাকে আরও বিস্তৃত করার পাশাপাশি পরিষেবা, উদ্ভাবন, সরকারি ক্রয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণের মতো ক্ষেত্রেও সহযোগিতা বাড়ানো হবে। দুই দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিও যাতে চুক্তির সুবিধা নিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চুক্তি কার্যকর হওয়ার প্রথম দিনেই ভারতীয় রফতানিকারকেরা ব্রিটেনে ৫০টিরও বেশি পণ্য চালান পাঠিয়েছেন বলে যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। সেই তালিকায় ছিল স্মার্টফোন-সহ ইলেকট্রনিক পণ্য, বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক যন্ত্রপাতি, টার্বোজেট, সেনার গয়না, তৈরি পোশাক, উলের সুতো, চা এবং কফি। অসমের জোহা চালের প্রথম চালানও ব্রিটেনে পৌঁছেছে। এই বিশেষ প্রজাতির চালের ক্ষেত্রে এটিই ব্রিটেনে প্রথম রফতানি বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। চুক্তির অধীনে রফতানিকারকদের জন্য পণ্যের উৎসের শংসাপত্র বা সার্টিফিকেট অব অরিজিন দেওয়ার ব্যবস্থাও চালু হয়েছে। ভারতের ই-কোও ২.০ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে স্ব-প্রত্যয়ন পদ্ধতিতে প্রথম শংসাপত্রগুলি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে চুক্তিতে নির্ধারিত অগ্রাধিকারমূলক শুষ্কের সুবিধা পাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু থেকেই সহজ হয়েছে বলে জানিয়েছে দুই দেশ। ব্রিটেন থেকেও ভারতে পণ্য রফতানিতে চুক্তির প্রভাব দেখা যাচ্ছে। চুক্তি কার্যকর হওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রথম শুষ্কমুক্ত স্কটিশ স্যামন ভারতে পৌঁছেছে। এরপর কয়েক হাজার কিলোগ্রাম স্যামন ভারতে রফতানি হয়েছে বলে যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। কম শুষ্কে স্কচ হুইস্কিও ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করেছে। পাশাপাশি, শুষ্কের নিদিষ্ট সীমার মধ্যে ব্রিটেন

থেকে রফতানি করা প্রথম গাড়িগুলিও শুষ্ক ছাড়পত্র পেয়ে ভারতে আমদানি হয়েছে। চুক্তির বাস্তব প্রয়োগ কতটা হচ্ছে, তা মূল্যায়নের জন্য প্রতি বছর তথ্য বিনিময়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুই দেশ। চুক্তি কার্যকর হওয়ার এক বছর পর থেকে এই তথ্য বিনিময় শুরু হবে। ব্যবসায়ীরা কতবার চুক্তির আওতায় কম শুষ্কের সুবিধা নিচ্ছেন, কোন ক্ষেত্রে তাঁরা সমস্যার মুখে পড়ছেন এবং আরও কী ধরনের সহায়তা প্রয়োজন—এসব বিষয় পর্যালোচনা করা হবে। এর ভিত্তিতে ছোট ও মাঝারি সংস্থাগুলিকে চুক্তির সুবিধা গ্রহণে সাহায্য করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। চুক্তির বিভিন্ন অংশের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কমিটি ও কর্মীগোষ্ঠী গঠন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য দুই সরকারের যোগাযোগের নিদিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক চিহ্নিত করার বিষয়েও সম্মত হয়েছে ভারত ও ব্রিটেন। বাস্তবায়নের পথে কোনও সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত তা সমাধানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ দিনের বৈঠকের পাশাপাশি ভারত-ব্রিটেন বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন পরিষদের বৈঠক এবং উদ্ভাবন বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী ও গবেষকদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়িয়ে নতুন প্রযুক্তির বাণিজ্যিক প্রয়োগ দ্রুততর করার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগগুলি সহায়ক হবে বলে দুই দেশের প্রতিনিধিরা মনে করছেন। উত্তর ইংল্যান্ডের সাত জন মেয়র এবং একটি যৌথ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নেতার সফরও দুই দেশের আঞ্চলিক সহযোগিতা, বিনিয়োগ এবং জনসংযোগ বৃদ্ধির আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ভারত-ব্রিটেন যৌথ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য কমিটির ১৭তম বৈঠক ২০২৭ সালে ব্রিটেনে অনুষ্ঠিত হবে। এর মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ সহযোগিতার অগ্রাধিকার নির্ধারণের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল ভারত ও ব্রিটেনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দ্বিপাক্ষিক ব্যাপক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি (সিইটিএ)-র মাধ্যমে তৈরি হওয়া সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। ভারত-ব্রিটেন যৌথ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য কমিটির (জেটকো) ১৬তম অধিবেশনের ব্যবসায়িক পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নেওয়া উচিত। পাশাপাশি, ‘ইন্ডিয়া-ইউকে ভিশন ২০৩৫’-কে আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও সহযোগিতার কাঠামো হিসেবে গড়ে তোলার উপর জোর দেন তিনি।

সৌদিতে হুথি হামলায় বিপর্যয়

নয়াদিল্লি: ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুথি গোষ্ঠীর ধারাবাহিক হামলার জেরে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বন্ধ থাকার মেয়াদ শনিবার পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। হামলার পর থেকে বিমানবন্দরটিতে উড়ান পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। সৌদি আরবের অসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিমানবন্দরের পরিকাঠামোর নিরাপত্তা এবং পরিষেবা চালুর প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিমান চলাচল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১৭ অক্টোবর আন্তর্জাতিক সময় রাত ৯টা পর্যন্ত বিমানবন্দর বন্ধ থাকবে।

শনিবারের হামলায় ১৩ জনের মৃত্যু এবং ৩০০-রও বেশি মানুষ আহত হওয়ার পর বিমানবন্দরটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে সৌদি আরবে এটিই সবচেয়ে প্রাণঘাতী হামলা বলে জানিয়েছে রয়টার্স। রবিবারের আরেকটি হামলায় এক জনের মৃত্যু হয় এবং প্রায় ১২ জন আহত হন। ধারাবাহিক আক্রমণের ফলে সৌদি রাজধানীর আকাশপথে বিমান চলাচল কার্যত শূন্য হয়ে পড়েছে। বিমান চলাচল বিশ্লেষণকারী সংস্থা সিরিয়ামের তথ্য অনুযায়ী, সৌদি আরবের সমস্ত বিমানবন্দরে উড়ান বাতিলের হার পৌঁছেছে ৪৬.৪ শতাংশ।

এই পরিস্থিতিতে ইউরোপ ও এশিয়ার একাধিক বিমান সংস্থা সৌদি আরবগামী উড়ান বাতিল করেছে। লুফথানসা গোষ্ঠী রিয়াদের সঙ্গে বিমান যোগাযোগ ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত রেখেছে। এয়ার ফ্রান্স-কেএলএম রিয়াধগামী ও রিয়াধ থেকে ছাড়ার উড়ান বন্ধ রাখার মেয়াদ অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত বাড়িয়েছে। আবুধাবির ইতিহাদ এয়ারওয়েজও উড়ান বাতিলের মেয়াদ বাড়িয়েছে। আমেরিকার ডেল্টা এয়ারলাইন্স আলোচনা থেকে রিয়াদের প্রস্তাবিত পরিষেবা, যা ২৩ অক্টোবর শুরু হওয়ার কথা ছিল, পিছিয়ে ২০২৭ সালের মার্চে নিয়ে গিয়েছে।

আমেরিকার ফেডারেল এভিয়েশন

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সৌদি আরবগামী বা সৌদি আকাশসীমার উপর দিয়ে চলাচলকারী মার্কিন বিমান সংস্থাগুলিকে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিমান চলাচল সংক্রান্ত সংস্থা ইএসএ-ও ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার ঝুঁকি উল্লেখ করে সৌদি আকাশসীমা নিয়ে সতর্কতা সম্প্রসারিত করেছে। বিমান নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরামর্শদাতা সংস্থা ওপিএসএসপ মধ্যপ্রাচ্যের দক্ষিণাংশের আকাশপথ এড়িয়ে ইউরোপ থেকে এশিয়ায় যাওয়ার জন্য মধ্য এশিয়ার বিকল্প রুট ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে। এতে কয়েকটি আন্তর্জাতিক রুটে যাত্রাপথ দীর্ঘ হবে এবং দুবাই ও আবুধাবির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিমান চলাচল কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছানোর বিকল্পও সীমিত হতে পারে। বিমান নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, অসামরিক বিমান চলাচলকে লক্ষ্য করে এ ধরনের ধারাবাহিক ও তীব্র হামলা নজিরবিহীন। এর প্রভাব সৌদি আরবের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ছে। আন্তর্জাতিক বিমান যোগাযোগে বিয়ের পাশাপাশি জেট জ্বালানির উচ্চমূল্য বিমান সংস্থাগুলির আর্থিক চাপ বাড়চ্ছে। সৌদি আরবের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এর প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

বিমানবন্দর বন্ধ থাকার প্রভাব পড়েছে রিয়াধে নির্ধারিত একাধিক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও বাণিজ্যিক কর্মসূচিতেও। চলতি মাসে সৌদি আরবের গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ সম্মেলন এবং ওয়ার্ল্ড পেট্রোলিয়াম কংগ্রেসের মতো অনুষ্ঠানগুলির প্রস্তুতি নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে চাপে পড়েছে। রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওয়ার্ল্ড পেট্রোলিয়াম কংগ্রেসের কর্মসূচি থেকে কয়েক জন শীর্ষ তেল সংস্থার আধিকারিকের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে সৌদি আরব ও হুথিদের মধ্যে সংঘাতের প্রেক্ষিতে ইরান আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানে সহায়তার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই জানিয়েছেন, ইয়েমেনের সমস্যা রাজনৈতিক সংলাপের

মাধ্যমে সমাধান করা উচিত। অন্যদিকে, হরমুজ প্রণালী পুনরায় খোলার বিষয়ে মার্কিন প্রশ্রাবের জবাব দেওয়ার আগে তেহরান তা পর্যালোচনা করছে। ইরান জানিয়েছে, এ বিষয়ে মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে ওয়াশিংটনের সঙ্গে বার্তা বিনিময় অব্যাহত রয়েছে। তবে সৌদি আরবের বিমান চলাচল পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ব্রিটেনের আরএএফ ফেয়ারফোর্ড বিমানখাঁটিকে লক্ষ্য করে হামলার একটি সন্দেহভাজন ছক ইরান থেকে পরিচালিত হয়ে থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহ্যাম। তাঁর মূল্যায়ন অনুযায়ী, এই পরিকল্পনা ইরানে সমন্বিত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি এবং এর পিছনে ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) নিদেশ থাকার সম্ভাবনাও প্রায় নিশ্চিত। সোমবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তিনি এই মন্তব্য করেন। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছে তেহরান। ঘটনার সঙ্গে ইরানের যোগসূত্রের পক্ষে প্রকাশ্যে কোনও প্রমাণও এখনও সামনে আসেনি। ইংল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত আরএএফ ফেয়ারফোর্ড ঘাঁটিটি ইরানে হামলা চালানোর জন্য মার্কিন বোমারু বিমানের ব্যবহারের কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। গত ২৭ সেপ্টেম্বর ভোরে ঘাঁটির কাছ থেকে সন্তোষবাদ ও বিস্ফোরক সংক্রান্ত অপরাধের সন্দেহে পাঁচ ব্রিটিশ নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাঁদের পুলিশি জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। আরও দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, যাঁদের মধ্যে এক জন ব্রিটিশ-ইরানি নাগরিক। তাঁরাও জামিনে মুক্ত হয়েছেন।

মার্কিন আধিকারিকেরা রয়টার্সকে জানিয়েছিলেন, ঘাঁটিটিকে লক্ষ্য করে ড্রোন হামলার একটি সন্দেহভাজন পরিকল্পনার সঙ্গে ইরানের যোগসূত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও এর আগে জানিয়েছিলেন, নিরাপত্তা সংক্রান্ত হুমকির কারণে ওই ঘাঁটি থেকে বি-১ বোমারু বিমান সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

সাইক্লোন

প্রথম পাতার বাকি অংশ

বিভিন্ন রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা বৈঠকে যোগ দেন। উপকূলীয় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পাশাপাশি মৎস্য দফতর, বন্দর ও জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত বিভাগ এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকের শুরুতে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস ও সামুদ্রিক আবহাওয়া পরিষেবায় আবহাওয়া দফতরের সাম্প্রতিক অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। এরপর এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত আগের বৈঠকের সুপারিশগুলির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা হয়। নতুন ডিজিটাল ব্যবস্থাটির সরাসরি প্রদর্শনের পর অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলি তাদের মতামত ও পরামর্শ দেয়। সেই প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে প্ল্যাটফর্মটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের মতে, নির্ভুল পূর্বাভাসের পাশাপাশি সময়মতো পদক্ষেপ এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ই ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি কমানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। নতুন ডিজিটাল ব্যবস্থা সেই সমন্বয়কে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই চালু করা হয়েছে।

ধনধান্য যোজনা

নয়াদিল্লি: কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকের আয় বাড়ানো এবং পিছিয়ে থাকা জেলাগুলির উন্নয়নে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সমন্বিত বাস্তবায়নের উপর জোর দিলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। সোমবার নয়াদিল্লির পুসা ক্যাম্পাসের অডিটোরিয়ামে প্রধানমন্ত্রী ধন-ধান্য কৃষি যোজনার জাতীয় সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জেলাশাসকদের নিয়মিত অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী কৃষি উন্নয়নের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন। সম্মেলনে কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ কয়েকটি জেলার প্রতিনিধিদের সংবর্ধিত করা হয়।

চৌহান বলেন, কৃষি উন্নয়নের পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট জেলার বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে তৈরি হওয়া প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী ধন-ধান্য কৃষি যোজনার পরিকল্পনা জেলাশাসকেরা স্থানীয় পরিস্থিতি বিচার করে তৈরি করেছেন।

ভারত রাইস

প্রথম পাতার বাকি অংশ

আঞ্চলিক ও ডিভিশনাল অফিসের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা হবে। সামরিক রসদ পরিকল্পনার সঙ্গে এই ব্যবস্থা যুক্ত থাকবে। এর ফলে প্রয়োজনের সময় খাদ্যশস্য, অন্যান্য সরঞ্জাম ও রসদ দ্রুত মজুত করা, বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রাখা এবং অভিযানস্থলের কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়ার সুবিধা বাড়বে। কেন্দ্রীয় ও অসামরিক পরিকাঠামোকে জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে ব্যবহার করার বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এই উদ্যোগকে তুলে ধরছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। প্রহ্লাদ যোশী বলেন, দেশের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সেনাদের উন্নতমানের খাদ্য সরবরাহ করা তাঁর মন্ত্রকের কর্তব্য। সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরজ শেঠ-সহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রক, এফসিআই, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন অব

ইন্ডিয়া (নাফেড) এবং সমবায় ক্ষেত্রের আধিকারিকেরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেনার সরবরাহ ও পরিবহন অধিদপ্তরের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ‘ভারত রাইস’ কর্মসূচি সেনাদের কাছ থেকে পাওয়া ধারাবাহিক মতামতের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে নাফেডের মাধ্যমে নির্ধারিত প্রতিরক্ষা মান অনুযায়ী চাল প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহ করা হবে। চালের গুণমান যাচাই করা হবে এবং তাতে বাইরের বস্তু বা অন্য শস্যের মিশ্রণ থাকবে না। ভাঙা, ক্ষতিগ্রস্ত ও বিবর্ণ দানার পরিমাণও ন্যূনতম রাখার কথা বলা হয়েছে। ১০ ও ৩০ কেজির বস্তায় চাল সরবরাহ করা হবে, যাতে বিশেষত সীমান্তবর্তী ও অগ্রবর্তী সেনা পোস্টগুলিতে পরিবহণ সহজ হয়।

প্রায় ১৮ মাস ধরে সেনাবাহিনী, এফসিআই, নাফেড এবং খাদ্য ও গণবন্টন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের পর এই কর্মসূচি চালু হয়েছে।

ক

মি

ক্স

শমিত



পুজোর উদ্বোধন...